জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, যুগ্ম সচিব ও পরিচালক (ভোকেশনাল) কর্তৃক মুন্সিগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

দর্শন প্রতিবেদন।

গত ০৫ জানুয়ারী ২০১৭ খ্রীঃ তারিখ বৃহস্পতিবার বেলা ১০.৩০ ঘটিকার সময় আকর্ষিকভাবে মুন্সিগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ দর্শন করি। দর্শনকালে অত্র অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ জহুরুল ইসলাম, অধ্যক্ষ মুন্সিগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এবং অন্যান্য শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। দর্শনকালে বিভিন্ন ওয়ার্কশপ, মেশিন রুম, ক্লাশ রুমসহ বিভিন্ন স্থাপনা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে নানারুপ ত্রুটি বিচ্যুতি লক্ষ্য করা গেছে যা নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হল ঃ

১। ক্লাশরুম ঃ

দর্শনকালে বিভিন্ন শ্রেনী কক্ষ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সিড়ি, ক্লাশরুম, বেঞ্চ/চেয়ার অত্যন্ত নোংরা অবস্থায় রয়েছে মর্মে দেখা যায়। এ ব্যাপারে অধ্যক্ষ ও একাডেমিক কাউন্সিলর এবং নিরাপত্তা ইনচার্জের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক বা অন্যান্য শিক্ষক-কর্মচারীকে প্রতিষ্ঠান পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে তেমন কোন উদ্যোগ বা আগ্রহ আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়নি। দর্শনকালে জানা যায় একজন মাস্টাররোল কর্মচারীর মাধ্যমে পরিস্কার করা হয়। দর্শনকালে তাকে উপস্থিত পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে জরুরী ভিত্তিতে আসবাবপত্র মেরামত/সংস্কার এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অধ্যক্ষকে পরামর্শ দেয়া হল।

২। ক্লাশরুম সংলগ্ন পরিবেশ ঃ

অত্র প্রতিষ্ঠানে কোন খেলার মাঠ নেই। প্রতিদিন ছাত্রছাত্রী এসেম্বলী এবং জাতীয় সংগীত গাওয়া সরকারী নির্দেশনা রয়েছে। প্রতিষ্ঠানে কোথায় বা কিভাবে এসেম্বলি এবং জাতীয় সংগীত গাওয়া হয় তা স্পষ্ট নয়। এ ব্যাপারে অধ্যক্ষের নিকট হতে সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি। প্রতিষ্ঠানের সামনে শহীদ মিনার এলাকা পিছনে বা চারিদিকে আগাছা, জংগলে পরিপূর্ণ। প্রতিষ্ঠানের ভিতরে উচুঁনিচু জমি বা অসমতল। এলোপাথারীভাবে বিভিন্ন গাছ লাগানো আছে। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে একটু উদ্যাগ নিয়ে মাঠ সমতল করা এবং জংগল পরিস্কার করা সম্ভব। ক্লাশ রুমের আশেপার্শ্বে ময়লাস্তুপ করে রাখা হয়েছে। বর্তমানে ফুলের মৌসুম চলছে অথচ স্কুলের কোথাও একটি ফুলের গাছ লক্ষ্য করা যায়নি। শহীদ মিনারটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন নয়। এ ব্যাপারে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য অধ্যক্ষকে অনুরোধ করা হল।

৩। ওয়ার্কশপ ঃ

দর্শনকালে প্রতিষ্ঠানের ওয়ার্কশপ সমূহ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সকল ওয়ার্কশপ সমূহ অত্যন্ত নোংরা, জরাজীর্ণ, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় মালামাল/যন্ত্রপাতিতে পরিপূর্ণ রয়েছে মর্মে দেখতে পাওয়া যায়। নিম্নে ওয়ার্কশপ সমূহের ত্রুটি/বিচ্যুতি পৃথকভাবে উল্লেখ করা হল।

ক) ওয়েল্ডিং ওয়ার্কশপ ঃ

পুরানো যন্ত্রপাতি এলোমেলোভাবে সাজানো রয়েছে। অধিকাংশই নোংরা এবং মরিচা ধরা। সাম্প্রতিককালে এগুলো আদৌও ব্যবহার করা হচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয়নি। সংশ্লিষ্ট শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ওয়েল্ডিং করার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নমুনা প্রদর্শণ করেন কিন্তু তা সাম্প্রতিককালের মর্মে প্রতীয়মান হয়নি এবং তা খুবই পাতলা। ওয়ার্কশপ এ রক্ষিত পুরাতন সীট সমূহে অনেক পুরু ধুলা জমা রয়েছে মর্মে দেখা যায়। ওয়েল্ডিং করার জন্য অক্সিএসিটিলিন শিখার প্রয়োজন হয়। কিন্তু দেখা যায় প্রয়োজনীয় গ্যাস মজুদ নেই। তাই আদৌও ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারিক ক্লাশ করা হয় কিনা এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। ওয়েল্ডিং ওয়ার্কশপে অনেকগুলো বুথ রয়েছে জানা যায় যে, ছাত্রছাত্রীদের CBT প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু সেগুলো আদৌও কোনদিন ব্যবহার হয়েছে বলে মনে হয়নি। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানের নিকট হতে ব্যাখ্যা গ্রহন করে অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য অধ্যক্ষকে অনুরোধ করা হল।

খ) রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং ঃ

ওয়ার্কশপটি অত্যন্ত নোংরা, স্যাঁতসেতে, তেমন আলো বাতাস প্রবেশ করেনা। পুরাতন অকেজো বেশ কয়েকটি ফ্রিজ রয়েছে মর্মে দেখা যায়। শুধুমাত্র একটি ডিপ ফ্রীজ চালু রয়েছে। ডিপ ফ্রীজটি সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের কক্ষে স্থাপন করা হয়েছে। ডিপ ফ্রীজ খুলে দেখা যায় দুধের বোতল, মাছসহ বিভিন্ন ব্যক্তিগত জিনিসপত্র রাখা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের ২টি এসি থাকলেও তা সচল নহে। এমনকি বিদ্যুৎ এর লাইন (ফেজ) চালু নেই। এখানে কিভাবে ব্যবহারিক ক্লাশ হয় তা বোধগম্য নয়। ওয়ার্কশপে অনেক অব্যবহৃত ও উচ্ছিষ্ট মালামাল দৃষ্টিকটুভাবে ফেলে রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানের নিকট হতে ব্যাখ্যা গ্রহন করে অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য অধ্যক্ষকে অনুরোধ করা হল।

গ) রসায়ন ল্যাবরেটরী ঃ

একটি স্যাতসেতে কক্ষে রসায়ন ল্যাবরেটরী হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। একটি টেবিলের উপর ২টি নিক্তি পাশাপাশি সাজানো থাকলেও ২টিই অকেজো মর্মে দেখা যায়। টেবিলের উপর খোলা অবস্থায় বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য রাখা হয়েছে। পার্শ্বে স্টোর রুমেও এলোমেলোভাবে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদি রাখা হয়েছে। রাসায়নিক দ্রব্যাদি অবশ্যই আলমারির মধ্যে তালাচাবি দিয়ে রাখার বিধান থাকলেও এরুপ একটি প্রচীন প্রতিষ্ঠানে কেন আলমারী ক্রয় করা হয়নি তার কারণ জানা যায়নি। ল্যাবরেটরির মধ্যে বেশ কিছু ব্যবহারিক খাতা জমা রয়েছে মর্মে দেখা যায়। ব্যবহারিক খাতাতে কোন শিক্ষকের স্বাক্ষর পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক অপ্রসাংগিক জবাব প্রদান করে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের নিকট হতে ব্যাখ্যা গ্রহন করে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে অধিদপ্তরে প্রেরণ করার জন্য অধ্যক্ষকে বলা হলো।

ঘ) মৎস্য ল্যাব ঃ

অত্র প্রতিষ্ঠানে মৎস্য চাষের জন্য একটি পুকুর থাকলেও উক্ত পুকুর যথাযথভাবে রক্ষনাবেক্ষণ করা হয় না। পুকুরের চারিপার্শ্বে নানারকম অবাঞ্চিত গাছ রয়েছে এবং ভাংগন সৃষ্টি হয়েছে। পানিতে নানারুপ নোংরা আবর্জনা ভেসে বেড়াতে দেখা যায়। পুকুরটিতে বহিরাগত লোকজন ব্যবহার করে মর্মে দেখা যায়। এছাড়া মৎস্য বিভাগের ব্যবহারিক শ্রেনী কক্ষটি প্রচুর ধুলাবালি লক্ষ্য করা যায়। ল্যাবে বেশকিছু প্র্যাকটিক্যাল খাতা জমা নেয়া হয়েছে কিন্তু কোন খাতাতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের স্বাক্ষর নেই। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের নিকট হতে ব্যাখ্যা গ্রহণ করে অত্র অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য অধ্যক্ষকে অনুরোধ করা হল। পুকুরটি যথাযথভাবে রক্ষনাবেক্ষণ এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৎস্য চাষের উদ্যোগ নেয়া এবং ছাত্রছাত্রীরা যথাযথভাবে ব্যবহারিক ক্লাস পরিচালনা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অধ্যক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট ট্রেডের শিক্ষককে পরামর্শ দেয়া হল।

ঙ) ইলেকট্রিক্যাল ল্যাব ঃ

ইলেকট্রিক্যাল ল্যাব পরিদর্শনকালে দেখা যায় রেজিষ্টার্ড ট্রেনিং অর্গানাইজেশন (RTO) করার জন্য প্রতিটি ছাত্রের জন্য বুথ তৈরী করা হলেও সেগুলো ধুলাবালিতে পরিপূর্ণ। এগুলো আদৌও কোনদিন ব্যবহার হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়নি। এ ছাড়া অপ্রয়োজনীয় মালামাল ও পুরাতন যন্ত্রপাতিতে পরিপূর্ণ। অনেক কাঁচামাল থাকলেও সেগুলো ব্যবহার করা হয়নি। ফলে বোঝা যায় এখানে পর্যাপ্ত ব্যবহারিক ক্লাশ হয় না। অবিলম্বে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে ছাত্রছাত্রীদের যথাযথভাবে ব্যবহারিক ক্লাস পরিচালনা করার জন্য পরামর্শ দেয়া হল। এছাড়া ইলেকট্রিক্যাল ল্যাবের এরুপ করুন দশার কারন জানতে চেয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানের নিকট হতে ব্যাখ্যা গ্রহণ করে অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য অধ্যক্ষকে অনুরোধ করা হল।

৪। আর্থিক ব্যবস্থাপনা ঃ

প্রতিষ্ঠানের অফিস ব্যবস্থাপনার মান অত্যন্ত নিম্নমানের। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যায়, ক্যাশ বহিতে সংরক্ষণ করার সরকারী বিধান রয়েছে। অনেকবার বলার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত হিসাব রক্ষক জনাব হযরত আলীর মাধ্যমে একটি ক্যাশ বহি উপস্থাপন করেন। ক্যাশ বহি পর্য্যালোচনায় দেখা যায় শুধুমাত্র শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন ভাতার বিষয়টি এন্ট্রি করা হয়েছে। অন্যান্য বিষয়াদি যেমন আয়-ব্যায় ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করা হয়নি। এ ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ বা সংশ্লিষ্ট সহকারীর নিকট হতে সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি। অত্র প্রতিষ্ঠানের ২ জন শিক্ষক বহুপূর্বে যোগদান করা সত্বেও তাদের বসার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি মর্মে উপস্থিত শিক্ষকবৃন্দ আমাকে জানান। গত অর্থ বৎসরে ৯০ হাজার টাকার ফার্নিচার ক্রয় করা হয়েছে মর্মে জানা যায়। ভাউচার পরীক্ষা করে দেখা যায় উক্ত অর্থ দ্বারা অধ্যক্ষ মহোদয়ের একটি টেবিল (৫০,০০০) টাকা এবং যে টেবিলটি ক্রয় করা হয়েছে তার সর্বোচ্চ মূল্য ২০/২৫ হাজার টাকা হতে পারে। কেন বেশী দামে ক্রয় করা হয়েছে এ বিষয়ে যথাযথ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এছাড়া ঠিকাদারকে বিল/চেক প্রদান করা হয়েছে তা ক্যাশ বহিতে উত্তোলন করা বিল ভাউচার, চেক রিসিভ সংক্রান্ত কোন Document অফিসে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এছাড়া এক কোডের মালামাল খাত পরিবর্তন করে অন্য কোডে কেনা হয়েছে এবং অধ্যক্ষের ব্যায় সীমার বাইরে RFQ না করে একক ভাউচারে ৪০,০০০ টাকার মালামাল ক্রয় করা হয়েছে। ক্রয়কৃত মালামাল স্টক বহিতে যথাযথভাবে এন্ট্রি করা হয় না মর্মে দেখা যায়। এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য অধ্যক্ষকে অনুরোধ করা হল। এছাড়া বিগত ০৩(তিন) বৎসরের ফার্নিচার, ল্যাবরেটরি এবং বিভিন্ন মেরামত খাতে কত টাকা ব্যায় করা হয়েছে ও কি কি কার্যসম্পাদিত হয়েছে তার তালিকা প্রদানের জন্য অধ্যক্ষকে অনুরোধ করা হল।

৫। আবাসন ব্যবস্থা ঃ

প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের জন্য নির্ধারিত ভবনটি তালা দিয়ে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। অধ্যক্ষ জানান যে, বাসাটি কনডেমড ঘোষণা করা হয়েছে। কে কনডেমড ঘোষণা করল বা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন আছে কিনা এ ব্যাপারে অধ্যক্ষ মহোদয় কোন সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেননি বা কোন কাগজপত্র উপস্থাপন করতে পারেননি। আবাসিক এলাকার অন্যান্য বাসায় বেশ কয়েকজনকে অবস্থান করতে দেখা যায়। পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, কর্মচারীদের নামে নামে বাসা বরাদ্দ নিয়ে শিক্ষকদের কেহ কেহ অবস্থান করছে। মুন্সিগঞ্জ পলিটেকনিকের একজন অফিস সহায়ক ভাড়া কর্তন ছাড়া ঐ বাসায় অবস্থান করে মর্মে জানা যায়। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা দরকার। আগামী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে অবস্থানকারীদের বিধি মোতাবেক বাসা বরাদ্দ প্রদান, অবস্থানের তারিখ হতে ভাড়া কর্তন এবং বিদ্যুৎ বিল আদায় করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অধ্যক্ষকে বলা হল।

৬। <u>প্রাইভেট পড়ানো প্রসঙ্গে ঃ</u>

অত্র প্রতিষ্ঠানের কতিপয় শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের প্রাইভেট পড়ান মর্মে জানা যায়। পরিদর্শনের দিন অধ্যক্ষের উপস্থিতিতে ৫/৭ জন ছাত্রের নিকট হতে জানা যায় যে, তারা আবাসিক কোয়ার্টারে ইন্সট্রাক্টর (রসায়ন) জনাব রাবেয়া খাতুনের বাসায় রসায়ন বিষয়ে প্রাইভেট পড়তে যাচ্ছেন। তারা জানান প্রতিদিন বেলা ১১-০০ টা থেকে তাদের প্রাইভেট পড়ানো হয়। এ ব্যাপারে অধ্যক্ষ মহোদয়ের কোন সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেননি। অথচ অধ্যক্ষ প্রতিমাসের প্রাইভেট পড়ানো হয় না মর্মে প্রতিবেদন দেয়া হয়, বিষয়টি দুঃখজনক। এ বিষয়ে দায়ী শিক্ষককে কারন দর্শানো পূর্বক সুস্পষ্ট মতামতসহ অধিদপ্তরে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অধ্যক্ষকে অনুরোধ করা হল।

৭। <u>উদ্যোগের অভাব ঃ</u>

রাজধানী ঢাকার অতি সন্নিকটে এবং ব্যবসায়িক কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত স্থানে অবস্থান হওয়া সত্বেও এখানে কোন শর্ট কোর্স পরিচালনা করা হয় না। প্রতিষ্ঠানটি প্রধান সড়কের পার্শ্বে অবস্থান হওয়া সত্বেও তাদের কার্য্যক্রম সন্তোষজনক নহে। প্রতিষ্ঠানের পুরাতন মালামাল, ফার্নিচার নিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা হয়েছে। পুরাতন পাম্প হাউজের ভিতর প্রচুর অব্যবহারিক জানালা দরোজা এবং ভাংগা ফার্নিচার জমা করে রাখা আছে। এগুলো একটি কমিটির মাধ্যমে ইনভেন্টরী তৈরী করে মেরামতযোগ্য দরোজা/জানালা মেরামতের উদ্যোগ নেয়া এবং অপ্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি/আসবাবপত্র বিধি মোতাবেক নীলামে বিক্রি করার পরামর্শ দেয়া হল। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অপরিকল্পিতভাবে একটি টিনসেডের ঘর তৈরী করা আছে মর্মে দেখা যায়। এ ব্যাপারে অধিদপ্তর বা মন্ত্রণালয় হতে কোন অনুমতি নেয়া হয়নি। প্রকল্পটি মাস্টার প্লান এর সাথে সাদৃশ্য রেখে করা হয়েছে কিনা তা স্পষ্ট নয়। পুকুরপাড় সংলগ্ন অপর একটি বিল্ডিং পরিত্যাক্ত হয়ে রয়েছে। এগুলো সংস্কার করে ব্যবহার করা যেতে পারে।

<u>মতামত ঃ</u>

অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রধান হলেন অধ্যক্ষ। তিনি তার অধীনস্থ বিভাগীয় প্রধানসহ অন্যান্য শিক্ষক, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করবেন। এক্ষেত্রে তাকে অনেকটা ম্যানেজারের ভুমিকা পালন করার কথা কিন্তু তার এবং তার অন্যান্য সহকর্মীর কাজকর্মে যথেষ্ট/ উৎসাহী মর্মে প্রতীয়মান হয়নি। দর্শনকালে ১ম সেশনে কোন ছাত্রছাত্রীকে উপস্থিত/ক্লাসে অংশগ্রহন করতে দেখা যায়নি। প্রতিষ্ঠানের ক্লাস রুটিন হালনাগাদ করা হয়নি। ল্যাব সমূহ পরিদর্শনকালে বিভিন্ন অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা লক্ষ্য করা গেছে। ল্যাব সমূহে আদৌও ছাত্রছাত্রীদের ব্যাবহারিক ক্লাস করানো হয় কিনা এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। দর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত বিষয়ে কার্য্যকর ব্যবস্থা গ্রহন পূর্বক আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ব্রডসিট আকারে যথাযথ জবাব প্রেরণ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হল।

১২-১-২০১৭

(মোঃ মিজানুর রহমান)
যুগ্ম সচিব
পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রাপক,

অধ্যক্ষ
মুন্সিগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, মুন্সিগঞ্জ।

স্মারক নং-টিএসি/১৩৩/৯৮/০৫-৬২(০৩) তারিখ ঃ ১২/০১/১৭ খ্রীঃ

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হ'ল ঃ

১। মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলানগর, ঢাকা।
২। পরিচালক (প্রশাসন)/পিআইডব্লিউ/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/পিআইইউ, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলানগর, ঢাকা।
৩। অফিস কপি।

১২.১.২০১৭

(মোঃ মিজানুর রহমান)
যুগ্ম সচিব
পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।